ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫২১
আগরতলা,০৮ মার্চ,২০১৯

## সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে জাপান যৌথভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক ঃ জাপানের রাষ্ট্রদূত

জাপান সরকার ত্রিপুরাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত বিষয়, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহায়তা করতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছেন দু'দিনের ত্রিপুরা সফরে আসা ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত কেঞ্জি হিরামাৎসু। শুধু ত্রিপুরা নয় সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে তারা যৌথভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছেন তিনি। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, ভারত ও জাপানের মধ্যে যে এক্ট ইস্ট ফোরাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে এই সহায়তার উদ্যোগ। তিনি বলেন, আগেও জাপান সরকার ত্রিপুরাতে বন ব্যবস্থাপনা, বাঁশজাত হস্তশিল্প, বিশেষ করে পারম্পরিক হস্তশিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করেছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাপান সফরকালে তারা আরো ১২৩ বিলিয়ন জাপানী ইয়েন মূল্যের একটি প্রকল্প রূপায়ণের অঙ্গীকার করেছে। এই প্রকল্পটির নাম হচ্ছে প্রোজেক্ট ফর সাস্টেনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ত্রিপুরা। মূলত: শেষ হয়ে যাওয়া আগের প্রকল্পটির রেশ ধরেই এই প্রকল্প। তবে তারা এখন শুধু বাঁশজাত হস্তশিল্পই নয় বাঁশ ও বেতভিত্তিক আরো শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

জাপানের রাষ্ট্রদূত শ্রী হিরামাৎসু গতকাল ত্রিপুরায় আসেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। তাতে সন্তোষ্ট হয়ে তিনি শুধু শিল্পের সম্ভাবনাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের সময় ত্রিপুরায় পর্যটনের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই অঞ্চলের পর্যটনের বিকাশে তিনি জাপানীদের ভারতে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসার আমন্ত্রণ জানাবেন। এই সফরকালে তিনি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে আদান প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেন। এক্ট ইস্ট ফোরাম ভারত সরকারের এক্ট ইস্ট পলিসি বাস্তবায়ণেও সহায়ক ভূমিকা নেবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এক সমন্বিত অর্থনেতিক সমাজ গড়ে উঠবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

****